অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। চুলসমেত গর্দানটা পতনের অপেক্ষায় ।।

বেশ কয়েকজন মানুষ যাঁরা আমার লেখালেখির খোঁজ খবর করেন, পড়েন এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন সম্প্রতি আমাকে প্রশ্ন করেছেন - আপনি তো সেই প্রথম থেকেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে লেখালিখি, মিটিং সেমিনারে বক্তব্য বিবৃতি, আন্দোলন ইত্যাদি সব কান্ডকারখানা করে আসছেন কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রথম যে রায়টা হলো তা নিয়ে তো কোথাও কিছু বলেছেন না লিখেছেন না। তা'হলে ঘটনাটা কী?

এঁরা আমার খুব প্রিয় মানুষ। যখন যা বলেন খুব আন্তরিকভাবেই বলেন। আমার লেখারও ভক্ত। তো আমি তাঁদের বললাম আপনাদের প্রশ্নটা যৌক্তিক এবং যথার্থ। ফেইসবুকে এসবিএস রেডিও-র বাংলা অনুষ্ঠান পরিচালক আবূ রেজা আরেফিন তাঁর স্ট্যাটাসে যখন লিখলেন যুদ্ধাপরাধীদের প্রথম বিচারের রায় প্রদান এবং আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসি সংক্রান্ত আরো কিছু কথা, আমি তখন যে মন্তব্যটি লিখেছিলাম সেটাই আগে বলি। লিখেছিলাম - 'রায়ে খুশী হয়েছি। তবে সাধারণ খুশী। একেবারে অসাধারণ খুশী হতে পারিনি।' পারিনি এজন্যেই যে প্রথম যখন এই বাচ্চু রাজাকারের বিরুদ্ধে ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করা হলো তখন সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হলো অবিলম্বে বাচ্চু রাজাকারকে গ্রেফতার করা হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রীতিমত হুংকার দিলো - বাচ্চু রাজাকারের উপর কঠোর নজরদারী রয়েছে তার পালাবার কোন উপায় নেই। সমগ্র দেশসহ আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি কবে বাচ্চু রাজাকারকে গ্রেফতার করে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। বিশেষ করে তাঁরাই সবচে' বেশী আগ্রহী হয়েছিলেন যাঁরা এই নরাধম রাজাকারের কারণে স্বজন হারিয়েছেন, সম্ভ্রম হারিয়েছেন, বাস্তুভিটা হারিয়েছেন, অত্যাচারিত নিপীড়িত হয়েছেন - তাঁরা। স্বস্তিঃ খুঁজে পেয়েছিলেন বাচ্চু রাজাকারের বিচার এবং তার কৃতকর্মের চরম শাস্তি তাঁরা এবার দেখবেন।

কিন্তু হরিষে বিষাদ। বিশাল বাহিনীর আকাশ পাতাল জুড়ে নজরদারী এড়িয়ে শকুন স্বাচ্ছন্দে উড়ে গেলো। এমন কী সারা দেশ যখন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে ঐ শকুন যে কোন সময় হাওয়া হয়ে যেতে পারে তখনও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলছে - বাচ্চু রাজাকার আপাততঃ গা ঢাকা দিলেও তাকে গ্রেফতার সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু শেষ রক্ষা কী হলো? শকুন তো স্বাচ্ছন্দেই শেষমেশ উড়ে গেলো।

মতান্তরে সে এখন তাদের প্রিয় পাকিস্তানে, নয়তো নেপালে অথবা ভারতে। কেউ কেউ বলছেন ও দেশেই লুকিয়ে আছে বিভ্রান্ত করার জন্য তার স্বজনেরা বলছে সে দেশের বাইরে চলে গেছে এবং সে কথা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য নানান সব গল্প বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। নানান সব গুজব ভেসে

বেড়াচ্ছে। অনেকের এখন প্রশ্ন - তার বাড়ী যদি ঠিকমত নজরদারীতে থাকতো তবে সে প্রভাবশালী কারোর মদদ ছাড়া পালায় কী করে? এ কথা কিন্তু সত্য হোক মিথ্যে হোক আলোচনায় আসছে। কেউ কেউ বলছেন সরকারের ভিতরের থেকেই নাকি বিশাল অংকের লেনদেনের বিনিময়ে তাকে পালিয়ে যেতে দেয়া হয়েছে। যাঁরা এ প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের নিজেদের পক্ষের যুক্তি-বক্তব্য হলো - পলাতক আসামীর বিচার তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা যায় ফলে অন্যগুলো বিলম্ব হলেও বলা যাবে একটার তো রায় হলো! যদিও এ সব খোঁড়া যুক্তি আমি মানতে রাজী নই তবু প্রশ্ন থাকে কোথাও কি কোন 'রাজনীতি - রাজনীতি' খেলা আছে নেপথ্যে? সামনেই নির্বাচন, নানা কিসিমের খেলাধূলা। আমরা অতীত বিস্মৃত হইনি এখনো।

এ সব অমূলক চিন্তা ভাবনা আরো অস্থির করে তুললো যখন টিভিতে দেখলাম আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলছেন আবুল কালাম আযাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকার কোথায় আছে তা সরকারের জানা নাই ওদিকে একই প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন বাচ্চু রাজাকারের অবস্থান সরকারের কাছে জানা আছে তবে তাকে গ্রেফতারের স্বার্থে এ মুহূর্তে কোন কিছু বলা যাবে না। তা'হলে সে কোথায়? তার অবস্থান কেন এতো রহস্যাবৃত? এর পিছনে কী কোন রাজনীতি কাজ করছে?

রায় ঘোষণার পর মানুষ পলাতক বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির আদেশ শুনে খুশীতে অশ্রুসজল হয়েছে যেমন হয়েছিলো শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যেদিন গণ-আদালত হয়েছিলো, সেদিন। সেদিন থেকেই মানুষ স্বপ্ন দেখছে আশান্বিত হয়েছে ওদের বিচার একদিন হবেই হবে। কিন্তু প্রথমেই যার বিচার হলো সে-ই 'হাওয়া'। যদিও সরকার বলছে ইন্টারপোলের মাধ্যমে চেষ্টাচরিত করে যে কোন মূল্যে বাচ্চু রাজাকারকে ধরে এনে ফাঁসি দেয়া হবে। এমন কথা তো আমরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকারী পলাতক ফাঁসির আসামীদের বেলায়ও শুনে আসছি। পলাতক কাওকে কী ধরে এনে এখন পর্যন্ত শাস্তি দেয়া গেছে? আদৌ কি যাবে?

আমার ক্ষোভটা সেখানেই। বাচ্চু রাজাকার কিভাবে হাতের মুঠোর মধ্য থেকে হাওয়া হয়ে গেলো? কে বা কারা তাকে হাওয়া হয়ে যেতে সাহায্য করলো সেই তদন্তও হতে হবে। সেটারও বিচার হতে হবে। পঁচা শামুকেই কিন্তু পা কাটে আগে।

এ প্রসঙ্গে একটা পুরোনো গল্পের কথা মনে হলো। প্রাসঙ্গিক হবে বিধায় বলছি। আপনারা সবাই জানেন যদিও, তবু বলি। এক ডাকসাইটে সন্ত্রাসীকে পুলিশ অনেক কষ্টেশিষ্টে ধরে থানায় নিয়ে এলো। পুলিশরা সব খুশীতে উত্তেজিত। এবার নিশ্চয়ই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়ে যাবে এতো বড় সন্ত্রাসী ধরার জন্য। কেবল উত্তেজিত নন থানার দারোগা সাহেব। সেন্ট্রীকে বললেন - ওই হারামজাদাকে হাজতে ভর। খানিক বাদে সেন্ট্রী এসে বললো - স্যার ভরছি। বেশ করছিস। এবার যাইয়া ওর মাথার থিকা একটা - শুধুমাত্র একটা চুল ছিঁড়া আন্। সেন্ট্রী বললো - স্যার বুঝলাম না। বুঝস নাই? ওর মাথার থিকা একটা - শুধুমাত্র একটা চুল ছিঁড়া নিয়া আয়। যা যা - যা কই তাই শোন। সেন্ট্রী তাই করলো। একটু পরে একটা ফোন এলো। দারোগা সাহেব জ্বি স্যার জ্বি স্যার

বলতে বলতে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়েই পড়লো। তার জ্বি স্যার আর থামে না। শেষে বললো স্যার এই এক্ষনি করতাছি।

ফোনটা রেখে দারোগা সাহেব সেন্ট্রীকে ডাকলেন। বললেন ওই - যা ঐ হারামজাদারে এবার ছাইড়া দে। সেন্ট্রী বললো - স্যার বুঝলাম না। দারোগা সাহেব বললেন - তোর কিছুই বুইঝা কাম নাই যা বলি তাই কর যা (জোরে ক্রোধ মিশ্রিত এক ধমক)। সেন্ট্রী সন্ত্রাসীকে ছেড়ে দিলো। সন্ত্রাসী দারোগা সাহেবের সামনে এসে বললো - স্যার বেয়াদবী মাফ করবেন। আপনার বিচারটা বুঝলাম না। আমাকে ধরার পর মারলেন না কাটলেন না শুধুমাত্র আমার মাথার একটা চুল ছিঁড়া রাখলেন? এর মরতবা টা কী স্যার? দারোগা সাহেব বললেন - শোন্ হারামজাদা, তোরে যখন ধইরা আনলো তারপর থেকেই আমি একটা ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম। হোমরাচোমরা যে কোন একজনের ফোন আসবে আমি জানতাম। জানতাম তিনি বলবেন - "ওসি সাহেব আমি অমুক বলছি ওকে ছেড়ে দেন।" তোরে তো আমি কিছুই করবার পারবো না তাই তোর মাথার একখান চুল ছিঁড়া রাইখা দিলাম যাতে বাইরে যাইয়া কইতে না পারস হালায় দিছিলো তো থানায় মাথার একখান চুলও ছিঁড়তে পারে নাই। এইটা আর কইতে পারবি না। যা, এইবার - ফুট।

ভাবছি বাচ্চু রাজাকার তেমন করেই কিছু বলছে নাকি? আমার বড় ভয়। বিশেষ করে রাজনীতিকে আমার সব'চে বড় ভয়। না জানি কোত্থেকে আবার কোন রাজনীতির খেলা শুরু হয়ে যায়। না জানি কোত্থেকে আবার সব লন্ডভন্ড হয়ে যায় আর রাজাকার গুলোর বিচার বিলম্বিত লয়ে চলতে থাকে। তাই ওদের বিচারের রায়ের ব্যবস্থা যথাশীঘ্র সম্ভব শেষ করতে হবে। এবং কার্যকর করতে হবে। এটাই শেষ সুযোগ। এবং সর্বশেষ। নির্বাচনের হিসাবনিকাশের সাথে ওদের বিচার কোনভাবেই যেন একাকার না হয়। নতুবা কেউ আর এবার বাঁচতে পারবে না।

বাচ্চু রাজাকারের বিচারের রায়ে আমার অসাধারণ খুশীটা এখনো সযতনে ধরে রেখেছি পরবর্তী রায়টির জন্য কারণ সেই শকুনিটা এখন আমাদের কব্জায়। আমরা ওর চুলসমেত গর্দানটা পতনের অপেক্ষায় থাকতে পারবো।